RLEP
Rural Livelihoods Evaluation Partnership

# দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপরে জীবিকার প্রভাব

## প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় দিকসমূহ

১. প্রকল্পের সংগে জড়িত প্রত্যেককে দরিদ্রতা ও নিরপেক্ষতার বিষয়গুলিতে মতৈক্যে পৌঁছাতে হবে এবং এই বিষয়গুলি প্রকল্পের ডিজাইন, নির্দেশক এবং সম্ভাব্য ফলাফলে প্রতিফলিত হতে হবে প্রকল্প ডিজাইনে নিরপেক্ষতা ও ন্যায্য দাবী মূল বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দরিদ্রতার নির্ণায়ক স্পষ্টভাবে লিখিত থাকবে

২. প্রকল্পে দরিদ্রতা ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ানোর জন্য সামাজিক বিশে ষণেদক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকতে হবে (সাধারণতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক কারিগরী প্রকল্পে এই ধরনের সুবিধা থাকে না)

৩. প্রকল্প ডিজাইনে যথেষ্ট সময় ও মানবসম্পদ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যাতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের ব্যাপারে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বোঝার জন্য মতবিরোধ দূর করা ও স্থানীয় অপশক্তি সম্পর্কে বুঝা প্রকল্পের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়

৪. প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের প্রকৃত অর্থেই উন্নয়ন হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু দেখা যায় এটি ফলপ্রসু হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে যেখানে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ নেই অর্থাৎ দরিদ্রদের জন্য সম্প্রসারণ মডেল (extension approaches) কার্যকর করার ক্ষেত্রে

৫. প্রকল্পটি শুরুর পূর্বেই এতে অংশ নেওয়া নির্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর "ঝুঁকির মূল্যায়ন" এর বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনায় আনতে হবে

৬. সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং জ্ঞান অর্জনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও সচেতন করবে এবং একই সাথে দরিদ্র জনতার কাছে সরকারী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে দরিদ্রদের মধ্যে যে কোন সম্পদ বন্টনের পূর্বেই সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি অতীব জরুরী

৭. দরিদ্রতা বিশে ষণেরজন্য কেবল ব্যক্তির উপার্জন ও অর্জিত সহায় সম্পত্তির দিকেই লক্ষ্য দিলে হবে না বরং এর জন্য প্রয়োজন স্থানীয় জনতা ও সেই সমাজ সম্বন্ধে আরও অধিক ধারণা লাভ করা সামাজিক পরিবর্তন বা ক্ষমতায়ন সম্পর্কে লিখিত নথি থাকতে হবে এবং তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রতিফলিত হতে হবে

৮. প্রকল্পের অংশগ্রহনকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে সেই সংক্রান্ত বিবেচনা অনুপস্থিত বরং প্রকল্পগুলো বেশী জোর দিয়েছে quantitative সাফল্যের দিকে

৯. নিয়মিত মনিটরিং-এ উপকারের বিভিন্নতা যথা-বিভিন্ন স্বার্থ সংশি ষ্টরাবিশেষতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকতর দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন শ্রেণী যথা-নারী ও পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্যই বা কী, তা প্রতিফলিত হতে হবে দারিদ্র মূলতঃ সম্পদের উপর অধিকার ও ক্ষমতা সংশি ষ্ট সমস্যা, যার সমাধান প্রকল্পের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে যার কারণ রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশে ষণেসক্ষম লোকের স্বল্পতা এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সময়, মনোযোগ ও সম্পদের অভাব

১০. প্রকল্পটির প্রারম্ভেই কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যাশিত লক্ষ্যসমূহ ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে তা যথাযথভাবে উলে খথাকতে হবে এর সাথে process monitoring-এর মাধ্যমে যথাযথ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে

১১. খুব স্বল্প সংখ্যক প্রকল্পে নির্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বা ব্যক্তি মনোবৃত্তি পরিবর্তনের ধারার উদাহরণ দেখাতে পেরেছে দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের বা প্রকল্পের অংশীদারদের মধ্যে কোন যৌথ বিশে ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি

১২. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচে কাজ করা যা 'push' ও 'pull' এ দু'টি প্রক্রিয়ার দিকেই নজর রাখে

১৩. অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন কার্যাদি সমূহ থেকে যথেষ্ট সফলতা আসেনি, বিশেষ করে এনজিও-র সাথে সরকারের নেওয়া যৌথ উদ্যোগগুলো, তাই বেসরকারী খাতের সাথে এনজিও-র যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারের বিকল্প হিসেবে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসু উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব যা স্থানীয়ভাবে আরো অধিক কল্যাণকর হবে

**ডিএফআইডি'র রুরাল লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (আরএলপি) এর ৮ টি প্রজেক্ট:**

(১) ফিশারীশ ট্রেনিং এ্যান্ড এ্যাক্সটেনশন প্রজেক্ট-২ (এফটিইপি ২) (২) এ্যগ্রিকালচার সার্ভিসেস্ ইনোভেশন রিফর্ম প্রজেক্ট (এএসআইআরপি) (৩) রিসার্চ এ্যান্ড এক্সটেনশন ইন ফার্ম পাওয়ার ইস্যুস্ (রেফপি) (৪) পোভার্টি ইলিমিনেশন থ্রো রাইস রিসার্চ এ্যাসিস্টেনস (পেটরা) (৫) সাপোর্ট ফর ইউনিভার্সিটি ফিশারীশ এ্যডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ (সুফার) (৬) ফোর্থ ফিশারীশ প্রজেক্ট (এফএফপি) (৭) কেয়ার রুরাল লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (কেয়ার আরএলপি) (৮) কমিউনিটি বেস্ড ফিশারীশ ম্যানেজমেন্ট (সিবিএফএম২)

এই শীটে যে শিক্ষনীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে তার প্রাথমিক উৎস হচ্ছে ডিফিআইডি বাংলাদেশের রুরাল লাইভলিহুড প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত প্রজেক্ট সমূহ এই শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রত্যেকটি যথার্থ প্রমান সাপেক্ষে গড়ে উঠেছে আর এই প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে রুরাল লাইভলিহুড ইভ্যালুয়েশন পার্টনারশীপ (আরএলইপি) পরিচালিত রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্টের ইভ্যালুয়েশন কর্মকান্ড থিম্যাটিক লেসন পেপারের (টিএলপি) পূর্ণাঙ্গ কপিটি পাওয়া যাবে আরএলইপি থেকে

টিএলপি সেই পাঠকের উদ্দেশ্যই প্রকাশ করা হচ্ছে যারা রুরাল লাইভলিহুড সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রোগ্রামের পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত অথবা কোন না কোন ভাবে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করছেন ভবিষ্যতে তাদের আরো সুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করবে এমন তথ্য উপস্থাপন করাই টিএলপি'র উদ্দেশ্য

টিএলপি সিরিজ রুরাল লাইভলিহুডের অভিজ্ঞতাগুলোকে বিভিন্ন থীমের আঙ্গিক থেকে দেখার চেষ্টা করছে এই কি-শীটে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপরে জীবিকার প্রভাব থীমের উপর প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় দিকসমূহ ও সামনে এগোনোর কিছু পথ সম্বলিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো টিএলপি সিরিজে রুরাল লাইভলিহুডের আরো অনেক থীমের উপর তথ্য সম্বলিত শীট পাওয়া যাবে

DFID Department for International Development

এটি ডিএফআইডির অর্থ সহযোগিতায় পরিচালিত একটি প্রকল্পের প্রকাশনা এতে উলে খিত মতামত বা বক্তব্য ডিএফআইডির নিজস্ব নয়

"জীবিকা" হল ক্ষমতা সম্পদ এবং কৌশল যা ব্যবহার করে লাভজনক অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অর্থ যোগায়

জীবিকা কাঠামো খুব জটিল; সাধারনত আয়, দক্ষতা, এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সংসারের সব লোকের অংশগ্রহনে সকল অর্থনৈতিক ঝুঁকিকে কমিয়ে আন্ব

বাংলাদেশে ১৩৫ মিলিয়ন লোকের অর্ধেক দারিদ্রের নিম্ন সীমায় অবস্থান করছে যা আয়, খাদ্য গ্রহন এবং জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়

বাংলাদেশে লোকদের নিম্ন শিক্ষার মান, স্বল্প পরিমান জমি, নিম্ন আয় এবং কায়িক শ্রমভিত্তিক নিম্নপর্যায়ের সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন আয়ের পথই দরিদ্রতার মাপকাঠি

ক্ষুধা ও দারিদ্র সৃষ্টি হয় নানাবিধ কারনের সংমিশ্রনে যা সম্মিলিতভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে তাদের ন্যূনতম নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে "জীবিকা" উন্নয়নের মূল প্রচেষ্টা হতে পারে ক্ষুধা ও দারিদ্রের মূল কারণ বোঝা, দক্ষতা, সম্পদ ও কাজের বিভিন্নতা বৃদ্ধি করা এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহের অবকাঠামোগত অসুবিধাগুলো দুর করে স্থায়ী জীবিকার পথ সুগম করা যাবে

## সামনে এগোনোর পথ

১. প্রকল্পের ডিজাইনে দারিদ্র বিমোচনের স্বার্থে সরকারের ভূমিকার গুরুত্ব দিতে হবে; যাতে করে বিভিন্ন সরকারী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে

২. প্রকল্পের দারিদ্র বিষয়ক নিরপেক্ষতামূলক উদ্দেশ্য অটুট রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে- এ সংক্রান্ত আশা সদাতাগণ চায় স্থানীয় পার্টনার অরগানাইজেশনসমূহ থেকে কোন কোন বিষয়সমূহ সর্বস্তরে সংশি ষ্টactor দের মধ্যে অনুপ্রেরণা যোগাবে এ ব্যাপারে প্রকল্পটিতে সুনির্দিষ্ট উলে খথাকতে হবে

৩. কর্মীদের মধ্যে বড় ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনার জন্য যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করতে হবে (যেমন- exchange visit ও ওয়ার্কশপে অংশ নেওয়া)

৪. প্রকল্পটিতে অংশ নেওয়া প্রত্যেকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে বিভিন্ন কার্যাবলী ও আর্থিক বিশে ষণের জন্য পারস্পরিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে

৫. সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং সামাজিক বহিষ্কার ও বৈষম্য সম্বন্ধে (বিশেষ করে বিভিন্ন প্রভাবশালীদের ভূমিকা, পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন চালনশক্তির অসহযোগিতা) জ্ঞাত থাকতে হবে কিন্তু আসল কথা হলো আর্থ-সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা স্বীকার করে নিতে হবে

৬. সর্বোপরি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দরকার সমন্বিত কর্মসূচী (যেমন-দারিদ্র দূরীকরণে 'ব্র্যাক' এর প্রোগ্রাম)

৭. একাধিক প্রকল্পে দেখা গেছে যে সম্পদ পাওয়া গেলে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু কিছু লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সম্ভব ভবিষ্যতে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নিম্নলিখিত কার্যাবলীর দিকে নজর দিতে হবে ঃ

- পূর্ববর্তী প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর (DAE) এবং মৎস্য অধিদপ্তরকে (DoF) শিক্ষা নিতে হবে, তারা অবশ্যই সংগঠনের অভিজ্ঞতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে
- ভবিষ্যতে প্রকল্পগুলোতে ক্ষুদ্রায়তন প্রাথমিক পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উপযুক্ত পথ বের করতে হবে পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্র প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তার করতে হবে
- প্রকল্প পরিচালনার ভবিষ্যত লক্ষ্যে সাধারণতঃ বিস্তারণের (scale up) উলে খথাকে ন্ব সরকারী সংস্থাগুলোকে অবশ্যই অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য সর্বস্তরের লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় জ্ঞানের ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে
- প্রকল্পের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ও পরিচালনাকারীদের মধ্যে ভ্রান্ত প্রত্যাশার সৃষ্টি হতে পারে এতে করে অবশ্য প্রত্যাশিত দলগুলো তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সরকারের উপর চাপ অটুট রাখতে পারে

৮. পূনঃমূল্যায়নে দেখা গেছে সরকারী সংস্থা, এনজিওসমূহ ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন অতীব জরুরী এবং তা যথাযথভাবে করা সম্ভব হলে দারিদ্র দূরীকরণ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে এর জন্য প্রয়োজন ঃ

- এনজিও এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন এনজিও-রা ফান্ডভিত্তিক এবং সরকার প্রকল্পভিত্তিক; সরকারকে এবং এনজিও সমূহ উভয়কে সমন্বিত কার্যক্রম এবং নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে
- এনজিওসমূহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখবে
- বেসরকারী খাতগুলো লাভভিত্তিক- হত দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এবং সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করতে হবে যার মাধ্যমে হত দরিদ্রদের ভাগ্যের উন্নয়ন সম্ভব

৯. অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান অর্জন পদ্ধতি (experiential learning) যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে বিশে ষণক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং পরীক্ষামূলক আচরণের উন্নয়ন সম্ভব কিন্তু এর পরও বিস্তারণ (scale up) এর জন্য প্রয়োজন সরকারের মনোভাব ও কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন

এখানে উলে খিতশিক্ষণীয় দিকগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যাবে টিএলপি সিরিজের অন্তভূর্ক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর জীবিকার প্রভাব- এর পুর্ণাঙ্গ ইস্যু ও লেসন পেপারে, যেগুলো আরএলপি থেকে পাওয়ার যাবে

### Further Reading

**Bartlett. A. (2002):** Entry Points for Empowerment. CARE Bangladesh, June 2004. Dhaka, Bangladesh.

**Bennet, L. (2002):** Using Empowerment and Social Inclusion for Pro-Poor Growth: A Theory of Social Change. Background Paper for the Social Development Sector Strategy Paper, World Bank.

**RLEP (2003-2004).** End of Project Reports of FTEP II, ASIRP, REFPI and Output to Purpose

RLEP
Rural Livelihoods Evaluation Partnership

সিরিজ সম্পাদক: **এলান ব্রুকস্** কনসেপ্ট ও পরিকল্পনা: **এষা হোসেন**

House 10 Road 135 Gulshan 1 Dhaka 1212 Bangladesh Telephone: 9861531-32 E-Mail: rlep@betsbd.com

an INTENT production info@intentdesign.net